উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: মো: আবু রায়হান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
তারিখ	: ৩০/০৪/২০২৬ খ্রি:।
স্থান	: উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অফিস কক্ষ।
সময়	: বেলা ১২.০০ ঘটিকা।
উপস্থিতির স্বাক্ষর	: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সভাকে জানান যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা ঢাকার স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০০০.০৪৩.৩৫.০০০০৩.২৬.৩৫ তারিখ: ২৭/০৪/২০২৬ খ্রি: ও খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা ঢাকার স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০০০.০৯১.৪৫.০২৭.২৬.১৪ তারিখ: ২৭/০৪/২০২৬ খ্রি: এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কুমিল্লার স্মারক নং-১৩.০১.১৯০০.০০০.০০১.৪৫.০০০১.২৬.৮৫০ তারিখ: ২৮/০৪/২০২৬ খ্রি: মূলে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৬ মৌসুমে নাঙ্গলকোট উপজেলায় ১৩৮৭.০০০ মে.টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া যায়। সংগ্রহ মূল্য কেজি প্রতি ৩৬ (ছত্রিশ) টাকা ও সংগ্রহের সময়সীমা ০৩ মে ২০২৬ হতে ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। সদস্য সচিব আরো জানান নাঙ্গলকোট উপজেলায় কৃষকের অ্যাপসে ধান সংগ্রহের নির্দেশনা রয়েছে। চলতি মৌসুমে কৃষকের অ্যাপসের পাশাপাশি উপজেলা কৃষি অফিস কর্তৃক তালিকাভূক্ত কৃষকের নিকট হতে " আগে আসলে আগে বিক্রয় করতে পারবেন '' ভিত্তিতে ধান সংগ্রহ করতে হবে। একজন কৃষক সর্বনিম্ন ০৩ বস্তায় ১২০ কেজি হতে সর্বোচ্চ ৭৫ বস্তায় ৩.০০০ মে. টন ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে পারবেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তসমূহঃ

০১) অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এবং এ সংক্রান্ত পরিপত্রে বর্ণিত নির্দেশনা ও অন্যান্য আদেশ ও নির্দেশনা মোতাবেক বোরো সংগ্রহ/২০২৬ মৌসুমে উৎপাদিত ধান উপজেলা কৃষি অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত কৃষকের তালিকা হতে সরাসরি ও "কৃষকের অ্যাপস"-এ নিবন্ধিত কৃষকদের নিকট হতে "আগে আসলে আগে বিক্রয় করতে পারবেন" ভিত্তিতে ধান সংগ্রহ করা হবে। তবে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বিক্রয়ে আগ্রহী কৃষকের সংখ্যা বেশী হলে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি লটারির মাধ্যমে কৃষক বাছাই করবেন; নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী বিনির্দেশ সম্মত ধান সংগ্রহ করতে হবে।

০২) কৃষককে ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে এবং ধান সংগ্রহ বেগমান করার স্বার্থে উপজেলার বড় বড় হাট-বাজার ও ইউনিয়ভিত্তিক মাইকিং করে প্রচারণা চালাতে হবে। একই সাথে লিফলেট ও ব্যানার টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

০৩) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় আগামী ০৫/০৫/২০২৬ খ্রি তারিখের মধ্যে বোরো/২০২৬ মৌসুমে ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা প্রস্তুত করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন ও "কৃষকের অ্যাপস"-এ নিবন্ধনকৃত কৃষকের তালিকা অনুমোদনপূর্বক উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ করবেন। উপজেলা কমিটি প্রয়োজনে দ্রুত লটারি সম্পন্ন করবেন এবং নীতিমালা অনুযায়ী ধান সংগ্রহ নিশ্চিত করবেন। একজন কৃষকের নিকট হতে থেকে সর্বনিম্ন ৩ (তিন) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ১২০ (একশত বিশ) কেজি ধান এবং সর্বোচ্চ ৩০০০ কেজি বা ৩ (তিন) মেঃটন পর্যন্ত ধান সংগ্রহ করা যাবে। নির্ধারিত পরিমাণ ধান একজন কৃষক কিস্তিতেও বিক্রি করতে পারবেন।

০৪) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা, কৃষি কার্ডধারী কৃষক এবং "কৃষকের অ্যাপস"-এ নিবন্ধিত কৃষক ব্যতীত কোন ফড়িয়া/ব্যবসায়ী/মধ্যস্বত্বভোগীর নিকট হতে ধান সংগ্রহ করা যাবে না। ক্রয়কারী কর্মকর্তা কৃষকের তালিকা/কৃষি কার্ড/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত বা অ্যাপে নিবন্ধিত কৃষকদের সনাক্ত করবেন এবং প্রকৃত কৃষকদের নিকট হতে ধান সংগ্রহ নিশ্চিত করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাঙ্গলকোট কৃষকদেরকে WQSC প্রদান করবেন।

০৫) উপজেলার সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব না হলে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা ক্রমে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যথাসময়ে ধান নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুমিল্লা কার্যালয়ে সমপর্ণ করবেন।

CamScanner

০৯) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের জারীকৃত নীতিমালা, পরিপত্র, অফিস আদেশ-এর আলোকে ধান সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ নিশ্চিত করণে অথবা সংগ্রহ সংক্রান্ত কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে সংগ্রহ কমিটির সকল সদস্য উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সভায় আর কোনো আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০/০৪/২৬

মো: আবু রায়হান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
ও
সভাপতি
উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

স্মারক নং- ১৩.০১.১৯৮৭.০০২.৪৫.০০২.২৩.১৯৩ তারিখ: ৩০/০৪/২০২৬ খ্রি:।

অনুলিপি: সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্য্যর্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ।

১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-১০ ও উপদেষ্টা, উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি।
২। মহাপরচিালক,খাদ্য অধদিপ্তর,ঢাকা।
৩। পরিচালক ,সংগ্রহ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধদিপ্তর,ঢাকা।
৪। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৫। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।
৬। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুমিল্লা।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা ও সভাপতি, উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি।
৮। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা ও সদস্য, উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি।
৯। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা ও সদস্য, উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি।
১০। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা ও সদস্য, উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি।
১১। ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, নাংগলকোট শাখা,কুমিল্লা।
১২। জনাব, ..., কৃষক প্রতিনিধি, সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
১৩।ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাংগলকোট এলএসডি, কুমিল্লা। [উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত কৃষকের তালিকা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র/কৃষি কার্ড/কৃষি সহয়তা কার্ড এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কৃষক সনাক্তকরণপূর্বক উক্ত কৃষকের নিকট হতে সরাসরি অথবা "কৃষকের অ্যাপ" এর মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহ নীতিমালা ও এ সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা পরিপালনপূর্বক শতভাগ বিনির্দেশসম্মত খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য বলা হলো। কোন অবস্থাতেই বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান সংগ্রহ করা যাবে না]।
১৪। অফিস কপি।

৩০/০৪/২০২৬

মোহাম্মদ সেলিম মিঞা
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি,
নাঙ্গলকোট কুমিল্লা।

CamScanner